কৃষি মন্ত্রণালয়ে ২৭-১১-১৯৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির ৩য় সভার কার্য-বিবরণী

২৭-১১-৯৬ ইং তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ) জনাব এম. সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে সীড প্রমোশন কমিটির ৩য় সভা ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমের পাট বীজ উৎপাদন ও বিতরণের বিষয় আলোচনার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে পরিশিষ্ট-"ক" তে দেয়া হলো।

সভার প্রারম্ভে অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ) ও সভাপতি সীড প্রমোশন কমিটি সভায় আগত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানান ও আলোচনা শুরু করার জন্য মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি'কে অনুরোধ করেন।

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি সভাকে জানান যে, বিএডিসি কর্তৃক '১৯৯৬-৯৭ সনের পাট বীজ উৎপাদন ও বিতরণ' বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হলে সীড প্রমোশন কমিটিতে আলোচনার জন্য সভার তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় হতে নির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রেক্ষিতে কার্যপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে ও ইতিমধ্যে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, যা এ সভায় আলোচিত হবে।

আলোচ্য সূচী-১ ঃ ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে পাট বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে বিএডিসি কর্তৃক ১,১২৫ টন পাট বীজ উৎপাদনের জন্য ৮২৫৭ একর বপনের লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ৫,০২৯ একর বপন করা হয় এবং বাকি জমি বপনের সময় বৃষ্টিপাত হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বপন সম্ভব হয়নি। এদিকে বপনকৃত জমিরও প্রায় ১,৮৫০ একর অত্যধিক বৃষ্টি/বন্যায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আনুমানিক ৪৮০ টন বীজ সংগ্রহ হতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমের অবিক্রিত ৭৪ মে. টন বীজ সংরক্ষিত আছে ও তার অংকুরোদ্গম ক্ষমতা সন্তোষজনক থাকলে বিতরণ করা যাবে। কাজেই আগামী বিতরণ মৌসুমে বিএডিসি থেকে আনুমানিক ৫৫০ মে. টন পাট বীজ সরবরাহ করা যেতে পারে। বর্তমান বছরের লক্ষ্যমাত্রা থেকে কম পাট বীজ উৎপাদনের বিষয়টি বিএডিসি হতে ২৭-১০-৯৬ ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়। বিএডিসি'র পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আরও আগে জানানো হলে পাট বীজ উৎপাদনের ব্যাপারে অন্যান্য সংস্থার প্রচেষ্টাকে জোরদার করা সম্ভব হতো বলে বীজ উইং মন্তব্য করে।

এ ব্যাপারে বিএডিসি'র মতামত জানতে চাইলে মহা-ব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বিএডিসি জানান যে, যদিও আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অতি বৃষ্টি/বন্যার পানি জমিতে জমে থাকে তবুও এর ফলে বীজ পাট ফসল নষ্ট হওয়া সম্বন্ধে অক্টোবর মাসেই নিশ্চিত হওয়া যায় ও সাথে সাথেই তথ্য, মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়।

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, সীড প্রমোশন কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচনা হবার পর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তটি ৯-১১-৯৬ ইং তারিখে পাওয়ার পর পরই যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি কার্যপত্র তৈরী ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ শুরু করা হয় ও ২৭-১১-৯৬ ইং সভার তারিখ ঠিক করা হয়েছে।

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পাট চাষীদের নিজস্ব বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে ক্যাম্পেন আকারে প্রচারের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস বলেন যে, বিএডিসি থেকে চাষী পর্যায়ে পাট বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কারিগরি ম্যাসেজ পাওয়া গেলে কৃষি তথ্য সার্ভিস, রেডিও ও টিভি'র মাধ্যমে তা প্রকাশ করবে।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, পূর্বে বীজের ব্যাপারে গুরুত্ব কম দেয়া হলেও বর্তমানে ভাল বীজের উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ভাল বীজ উৎপাদন, মান উন্নয়ন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু কর্মসূচী যেমন - এএসএসপি'র মাধ্যমে প্রদর্শনী, চাষীদের প্রশিক্ষণ, বীজ এক্সচেঞ্জ কর্মসূচী ইত্যাদি নেয়া হচ্ছে। বিএডিসি ভাল মানের বীজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সরবরাহ না করলে দেশে ভাল মানের বীজের ঘাটতি দেখা দিবে। তিনি আরও বলেন যে, এএসএসপি'র অধীনে বর্তমান মৌসুমে পাটের উপর প্রায় ৬০০ প্রদর্শনী প্লট আছে যা থেকে প্রায় ৭ (সাত) টন পাট বীজ উৎপাদিত হতে পারে।

সভাপতি মহোদয় কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরে প্রদর্শনী প্লটে উৎপাদিতব্য পাট বীজ যথাযথভাবে উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের পরামর্শ দিতে বলেন।

মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, ও-৯৮৯৭ জাতটি সম্ভাবনাপূর্ণ এবং এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএডিসি এই জাতটির উৎপাদন কেবলমাত্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় কেন্দ্রীভূত করায় ও সেখানে ফসল নষ্ট হওয়ায় এ মৌসুমে এ জাতের উৎপাদন মাত্র ৩০ টন হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সভাপতি মহোদয় কেবলমাত্র চাঁপাই নবাবগঞ্জ এলাকায় ও-৯৮৯৭ জাতের উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করার কারণ জানতে চাইলে মহা-ব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বিএডিসি জানান যে, পাট বীজ প্রকল্পের অন্যান্য জোনের চাষীরা এ জাতের বীজ উৎপাদনে আগ্রহী না হওয়ায় উহা চাঁপাই নবাবগঞ্জ এলাকায় কেন্দ্রীভূতভাবে উৎপাদন করা হয়। মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, ও-৯৮৯৭ জাতটি নাবীতে বপন করলে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে কর্তন করতে হয়। এতে রবি ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। তাই চাষীরা নাবীতে এ ফসল করতে আগ্রহী হয় না। পরিচালক (গবেষণা), বিজেআরআই বলেন যে, গবেষণা ফলাফল অনুযায়ী উক্ত জাতের বীজের ফলন যশোর, কুষ্টিয়া, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলেও ভাল হয়। তিনি আরও বলেন যে, যেহেতু বিগত বছরগুলোতে বিএডিসি থেকে পাট বীজ বিক্রয়ের পরিমাণ ৫৫০ টনের বেশী কোন বছরেই হয়নি এবং এ বছরও প্রায় ৫৫০ টন পাট বীজ সরবরাহ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাই এ অবস্থাতেও তেমন কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয়না। সীড মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি বলেন যে, যেহেতু এ বছর চাষী পাটের ভাল মূল্য পেয়েছে তাই আগামী মৌসুমে পাট চাষ বৃদ্ধি পাবে ও বিএডিসি'র পাট বীজের চাহিদাও বাড়বে। তিনি বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কেন্দ্র থেকে যাতে সুষ্ঠুভাবে বীজ বিতরণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বিএডিসি'কে অনুরোধ করেন।

সভাপতি মহোদয় বিগত মৌসুমের ক্যারিওভার বীজ এসসিএ কর্তৃক পরীক্ষার অগ্রগতি জানতে চাইলে এসসিএ'র প্রতিনিধি জানান যে, বিএডিসি থেকে লট অফার করা হয়েছে ও পরীক্ষার কাজ চলছে। সভাপতি মহোদয় জরুরী ভিত্তিতে পরীক্ষার কাজ সমাপ্তি করার পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক বিএডিসি'র বিগত বছরের ক্যারিওভার ৭৪ টন বীজের অংকুরোদ্গম ক্ষমতা পরীক্ষা জরুরীভাবে সমাপ্ত করতে হবে ও ভাল বীজের পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) বিএডিসি'র এ মৌসুমের ৩০ টন ও-৯৮৯৭ জাতের বীজের উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) চাষী পর্যায়ে পাট বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বৃদ্ধির জন্য কারিগরি মেসেজ বিএডিসি তৈরী করবে ও কৃষি তথ্য সার্ভিস তা রেডিও এবং টেলিভিশন-এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

(ঘ) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রদর্শনী প্লটে উৎপাদিতব্য ৭ টন পাট বীজ উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) ভবিষ্যতে বিএডিসি ও-৯৮৯৭ জাতের বীজ উৎপাদন কেবলমাত্র চাঁপাইনবাবগঞ্জে কেন্দ্রীভূত না করে সম্ভাব্য অন্যান্য জোনেও উৎপাদনের প্রচেষ্টা নিবে।

সভয় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৭/১২/৯৬
(এম, সাইফুল ইসলাম)
সভাপতি, সীড প্রমোশন কমিটি
ও
অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ)
কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"ক"

মাননীয় অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়-এ সভাপতিত্বে সীড প্রমোশন কমিটির ২৭-১১-১৯৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও সংস্থা
১।	জনাব নরেন্দ্র কুমার সাহা	পিএসও (গবেষণা), বিএআরআই
২।	জনাব দিলীপ কুমার চক্রবর্তী	পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস
৩।	জনাব আবদুল মুত্তালিব	সিএসও (ব্রিডিং), বিজেআরআই
৪।	জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা	উপ-পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই
৫।	ড. মোঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ	মহা-পরিচালক, বিনা
৬।	জনাব সরদার মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন	প্রফেসর, বাকৃবি
৭।	জনাব আ,কা,মু গিয়াস উদ্‌দীন মিল্‌কী	মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
৮।	জি, এম মঈনুদ্দীন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৯।	জনাব মোঃ আবদুল লতিফ	মহা-ব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বিএডিসি
১০।	জনাব মোঃ নূরুল আমিন	প্রিন্সিপ্যাল ফিল্ড কন্ট্রোল অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
১১।	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান মালিক	সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সীড মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন
১২।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ (অবজারভার), কৃষি মন্ত্রণালয়
১৩।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কবীর	পিএসও, ব্রি
১৪।	জনাব মোঃ মোস্তফা হুসেন	ব্যবস্থাপক (উন্নয়ন), বিএডিসি